মেহেরপুরের ইটভাটা; রাজস্ব আর ছাড়পত্রের জটলা

মেহেরপুর জেলার ইটভাটাগুলো যেন একই আগুনে পোড়ানো হলেও রাষ্ট্রের কাছে তাদের পরিচয় এক নয়। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও রাজস্ব (কাস্টমস) বিভাগ তিন দপ্তরের তিন রকম হিসাব, তিন রকম অবস্থান। এর ফাঁকে নির্বিঘ্নে চলেছে অধিকাংশ অবৈধ ইটভাটা, আর দায়ের ভার পড়ছে পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের ঘাড়ে।

জেলা প্রশাসনের নথিতে ইটভাটার সংখ্যা ১০৩টি। পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসেবে তা ১১৩টি। অথচ রাজস্ব বিভাগের হিসাবে ভাটার সংখ্যা মাত্র ৬৮টি। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ১১৩ ভাটার মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে ৭৮টি ইটভাটা, যার মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে মাত্র দুটি ভাটার। বাকি ভাটাগুলো কীভাবে বছরের পর বছর উৎপাদনে রয়েছে- সেই প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট নয়। ছাড়পত্র নেই, তবু রাজস্ব আদায় হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা শেখ কামাল মেহেদি স্বীকার করেন, ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও ইটভাটা থেকে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, এতে এক ধরনের বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, যা পরিবেশ আইনের পরিপন্থী। তবে প্রশ্ন উঠেছে— যদি ভাটাগুলো অবৈধ হয়, তাহলে সেগুলো থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় হচ্ছে কীভাবে? রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মোফাজ্জেল হোসেন জানান, চলতি অর্থবছরে ইটভাটা খাত থেকে ৪ কোটি ৩৯ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান ও জরিমানার কারণে ভাটা মালিকেরা রাজস্ব প্রদানে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

ভাটা মালিকদের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাদের দাবি, বিভিন্ন সরকারি দিবস ও প্রশাসনিক কর্মসূচি পালনে জেলা প্রশাসন নিয়মিতভাবে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়। অথচ একই প্রশাসন আবার পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মোটা অঙ্কের জরিমানা করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাটা মালিক বলেন, আমরা নিয়ম মেনে ছাড়পত্র নিতে চাই। আবেদন করেছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই বলা হয়, আবার কী লাগবে তাও স্পষ্ট করে বলা হয় না। এভাবে ছাড়পত্র না দিয়ে আমাদের অবৈধ বানিয়ে রাখা হচ্ছে।

ছাড়পত্র ছাড়া ভাটা চালু থাকলে কীভাবে নিয়মিত উৎপাদন চলছে?

ছাড়পত্রবিহীন ভাটা থেকে ভ্যাট আদায় বন্ধে কেন উদ্যোগ নেই? চলতি মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও কাস্টমস বিভাগের যৌথ অভিযানে ১০টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। অভিযানের পরপরই ইটের বাজারে এর প্রভাব পড়েছে। ক্রেতাদের অভিযোগ, কয়েকটি ইটভাটায় জরিমানার অজুহাতে প্রতি হাজার ইটে দাম বাড়ানো হয়েছে ২ হাজার টাকা করে। এক নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসায়ী বলেন, আইনের ব্যর্থতার খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে। জরিমানা হয় ভাটায়, দাম বাড়ে ইটের বাজারে।

জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সভায় ইটভাটার বৈধতা, ছাড়পত্র ও রাজস্ব আদায় নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত আসেনি। পরিবেশ রক্ষা না রাজস্ব আদায়— কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, সেই নীতিগত সিদ্ধান্ত এখনো ঝুলে আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দপ্তরগুলোর এই দ্বৈতনীতি ইটভাটাগুলোকে আইনের ফাঁক গলে টিকে থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে। আর সেই ফাঁকে নষ্ট হচ্ছে কৃষিজমি, দূষিত হচ্ছে বাতাস, বাড়ছে নির্মাণ ব্যয়। মেহেরপুরের ইটভাটার চুল্লিতে শুধু ইট নয়— পুড়ছে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, আইনের শাসন আর জনস্বার্থ। প্রশ্ন, এই আগুন নেভাবে কে?

পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকলে ভাটা নিবন্ধন বৈধ হয় কীভাবে? অবৈধ ভাটা থেকে রাজস্ব আদায় কি পরোক্ষ বৈধতা নয়? ইটভাটা মালিক সমিতি আইনগত মর্যাদা নেই (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন)। জরিমানার অজুহাতে ইটের দাম বাড়ানো কতটা ন্যায্য? একটি ইটভাটা যদি পরিবেশ অধিদপ্তরের চোখে অবৈধ হয়, কিন্তু রাজস্ব বিভাগের খাতায় বৈধ করদাতা হয় তাহলে সেটি আইনসম্মত না অবৈধ? এই প্রশ্নের উত্তর না মিললে মেহেরপুরের ইটভাটার ধোঁয়ার সঙ্গে আইনের শাসনও ক্রমেই মিলিয়ে যাবে।

দর্শনা রেলবন্দরে আমদানি কমায় রাজস্বে ধস, কর্মহীন ট্রাকচালক

ও শ্রমিকরা

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথের মাধ্যমে বাণিজ্যের অধিকাংশ আমদানি হয়ে থাকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবন্দর দিয়ে।

বর্তমানে দর্শনার এই আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন দিয়ে ভারত থেকে পণ্য আমদানি কমেছে ৪৫ শতাংশ। বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকরাও কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয় ট্রাকচালক ও শ্রমিকেরা বলছেন, কাজ না থাকায় তাদের অলস সময় পার করতে হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে সংসার খরচে। এভাবে চলতে থাকলে তাদের পথে বসা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীরা বলছেন, “আমরা খুব খারাপ সময় পার করছি। আমদানি না থাকায় রেল ইয়ার্ডে আগের মতো কর্মব্যস্ততা নেই। আমাদের ট্রাকচালক ও শ্রমিকেরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।”

সিঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ীরা জানান, “দর্শনা রেলপোর্ট অনেক পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী। দর্শনা রেলপোর্ট দিয়ে সবসময় প্রচুর পরিমাণে পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। বর্তমানে আমদানি শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমদানি বাড়লেই কাজের গতি ফিরবে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলইয়ার্ডে।”

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট মির্জা কামরুল হক বলেন, “এক বছরের ব্যবধানে রাজস্ব কমেছে ১৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। ভারত থেকে মালবাহী ওয়াগনে করে ভুট্টা, পাথর, পেঁয়াজ, চায়না ক্লে, ফ্লাই অ্যাশ, জিপসামসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি হতো।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯ হাজার ৭৪৯ ওয়াগনে ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫৯ টন পণ্য আমদানি হয়, যা থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয় ২৬ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ হাজার ৪৮৬ ওয়াগনে করে ২ লাখ ৫২ হাজার ১০১ টন পণ্য আমদানি হয়, যা থেকে রাজস্ব আয় হয় ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এতে করে আমরা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম রাজস্ব আয় করেছি।”

দর্শনা-গেদে স্থলপথে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বঞ্চিত সরকার

মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সালে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ হওয়ার পর আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথ দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্ট যাত্রীরা ভারতে যাতায়াত করতে পারছেন না। এতে ১৪/১৫টি জেলা শহরের মানুষ যেমন ভোগান্তিতে পড়েছেন, তেমনি গত আড়াই বছরে এই বন্দর থেকে সরকার প্রায় ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে।

করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি এবং স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্যুরিস্টসহ সকল ভিসার পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত পুরোপুরি স্থগিত করা হয়। কিছুদিন পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে ভারত থেকে মালামাল আমদানি শুরু হয়।

২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকাপড়া বাংলাদেশীদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধুমাত্র মেডিক্যাল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনা-গেদে হয়ে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে বলে পুলিশ জানায়। সব শেষে চলতি বছরের ২৯ মে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করলেও অদ্যবদি দর্শনা-গেদে স্থলপথে বাংলাদেশীদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয়নি।

কুষ্টিয়ার আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্ট যাত্রী দর্শনা চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গাসহ এ অঞ্চলের ১৪/১৫টি জেলার মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বেনাপোল-হরিদাসপুর দিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

এতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। যাতায়াত খরচ লাগছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানালেন, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুরসহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা